দৈনিক ইনকিলাব
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 20 JAN 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

26

শিক্ষাঙ্গন

গ্রামে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। শহর অঞ্চল থেকে গ্রাম অঞ্চলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশী। সাধারণতঃ গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে তাদের অধিকাংশই গরীব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের তেমন কষ্ট শিকার করতে হয় না। কারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাসিক বেতন, ভর্তি ফি, ফরম পূরণের টাকা যে অতিরিক্তভাবে আদায় করা হয় তা অভিভাবকদের গলায় বসে ছুরি দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কড়াকড়ি শাসনের মধ্যে নিম্নমানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও ভালতে পরিবর্তন করতে পারে। তাছাড়া ভর্তি ফি, বেতন, ফরম পূরণের টাকার যে ভাল সুযোগ-সুবিধার প্রথা রয়েছে, তার সাথে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুলনা করলেও অনেক পার্থক্য থেকে যায়।

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু শিক্ষক থাকেন যারা দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করে ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ না চেয়ে তারা নিজের স্বার্থের অপেক্ষায় থাকেন। কখন মাস শেষ হবে বেতন পাবেন আর সে অবহেলার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ ক্ষতি হয়, খারাপ ছাত্রদেরকে সৎপথে আনার জন্য শ্রেণী শিক্ষকরা চেষ্টাও করেন না। আবার এমন কিছু শিক্ষক আছেন, নিজের স্বার্থের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থকে বড় বলে মনে করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেখা যায় তারাই ছাত্রদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছেন এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের স্বীকার হচ্ছেন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকল প্রবণতা একটু বেশী। কিন্তু সে নকল প্রবণতা থেকে আজ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও মুক্ত নয়। বেশী আর কম যা পত্রিকায় সাধারণভাবে দেখা যায়।

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত টাকা খরচের পথ থেকে রক্ষা করতে এবং ছাত্রদের লেখাপড়ার মানকে উন্নত করতে আজ প্রয়োজন উপজেলা ভিত্তিক হাই স্কুল ও কলেজ। এগুলো সরকারী করে সাধারণ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে

—মোহাম্মদ সাবের

সু-শিক্ষার উপকরণ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সুশিক্ষিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শিক্ষকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে নতুন করে অঙ্গীকার গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে সদাসয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণে কতিপয় পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। প্রকৃত শিক্ষকই যাবতীয় বিশৃংখলার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধনার ফসলই সমাজ। ছাত্র জীবনে যিনি যা শিক্ষা করেন, পরবর্তী জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটে। সম্মানিত শিক্ষক সম্প্রদায় "মানুষ গড়ার কারিগর," অর্থাৎ আদর্শ মানুষ বলতে সকলেই শিক্ষক সম্প্রদায়কে জেনে থাকেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষকগণের এক বৃহৎ অংশ ধূমপানে অভ্যস্ত। ধূমপায়ীকে নেশাখোর বলা বোধ হয় ভুল হয় না। তবে শিক্ষক মহোদয়গণ যখন ধূমপান করেন; তখন তাদেরকে নেশাখোর বলা যাবে কি কি-না সন্দেহ। কারণ, নেশাখোর মানুষ নিশ্চয়ই আদর্শ মানুষ বা মানুষ গড়ার কারিগর নামে পরিচিত হতে পারেন না। এছাড়াও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ শিক্ষক নিজ নিজ ধর্মের নিয়ম-আচরণ পালনে অত্যন্ত বিমুখ। যেমন, মুসলমান নামধারী শিক্ষক হয়েও তাদের মাঝে বাহ্যিক আচরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না— নবী পাক (সঃ)-এর সুন্নত অর্থাৎ যিনি যে ধর্মে অনুসারী তাকে তাঁর নিজ ধর্মের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ধর্মীয় আচরণে অভ্যস্ত হওয়াই আদর্শ মানুষ হওয়ার অন্যতম শর্ত। তাই যদি দেশকে সুশিক্ষিত জাতির দেশ হিসেবে পরিচিত করতে হয় তাহলে সর্ব প্রথমে প্রত্যেক শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

—শেখ মু. হারুন-উর-রশিদ